১০ম পাঠ

পরিচর্যার ফল

আসুন আমরা কল্পনায় সেই সোনার রাস্তা দিয়ে হেটে যাই যার কথা প্রকাশিত বাক্যের ২১, ২২ অধ্যায়ে লেখা আছে। এই পথে অনেক লোক হেটে চলেছে, পরস্পর আলাপ করছে, সহভাগিতা উপভোগ করছে। একটু সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই লোককে যিনি আমার বাবা-মাকে প্রভুর জন্য জয় করেছিলেন। এখন আবার দেখতে পাচ্ছি আমার ছোট বেলার সাণ্ডে স্কুল শিক্ষিকাকে যিনি আমাকে পরিত্রাণের বিষয় প্রথম জানিয়েছিলেন। আরে! ওই তো সেই লোক যাকে আমি প্রথম খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলাম! কি মহিমাময় এই দৃশ্য!

যতই আমি এগিয়ে যেতে থাকলাম, ততই মণ্ডলীর বিভিন্ন যুগের লোকদেরকে সেখানে দেখতে পেলাম। সেখানে ছিলেন সেই শিষ্যরা যারা নতুন নিয়ম রচনা করেছেন, প্রথম খ্রীষ্টিয়ানেরা যারা তাদের বিশ্বাস রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছেন, মহান সুসমাচার প্রচারকেরা (মিশনারী) যারা সুদূর বিদেশে সুসমাচারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, বিনম্র ভক্তেরা যারা তাদের স্বজাতিয়দের মধ্যে প্রভুর পক্ষে নীরবে কাজ করে গিয়েছেন। এখন আমি আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আমার পরিত্রাণে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অংশ রয়েছে। সুসমাচার একজনের কাছ থেকে আরেকজন, এইভাবে বহু যুগ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত আমার মত পাপীর কাছে তা এসে পৌছেছে এবং আমি উদ্ধার পেয়েছি।

এই পাঠে আমরা পরিচর্যার কতগুলি ফলের বিষয় লক্ষ্য করব। সবচেয়ে গৌরবময় ফল হল, যারা আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে

এনেছেন এবং আমরা যাদের খ্রীষ্টের কাছে এনেছি, আমরা সকলে স্বর্গে একত্রিত হব এবং প্রত্যেকেই সদাপ্রভুর আরাধনা করব, স্বর্গ দূতদের সাথে তাঁর প্রশংসাগান করব, "মেষশাবক যিনি হত হয়ে ছিলেন তিনিই পরাক্রম, ধন, বিজ্ঞতা, শক্তি ও সম্মান ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।" (প্রকাশিত ৫ঃ১২ নতুন ধারা)।

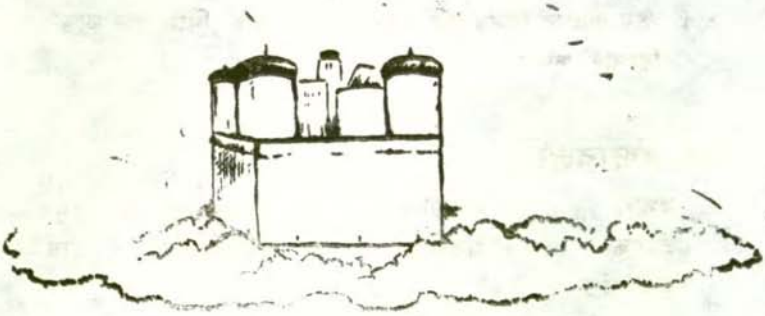

পাঠের খসড়া

মণ্ডলীতে পরিচর্যার ফল
পৃথিবীতে পরিচর্যার ফল

পাঠের লক্ষ্য

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি--

* মণ্ডলীর নিজের মধ্যে ও পৃথিবীতে মণ্ডলীর পরিচর্যার ফলগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
* মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমণের সাথে এর সম্পর্কে নিজেকে সংযুক্ত করবার দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।
* আপনার নিজের জীবনে এবং পৃথিবীতে, মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের প্রভাব গ্রহণ করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১। প্রথম পাঠে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে পাঠটি পড়ুন। পাঠের মধ্যকার বাইবেলের পদগুলি পড়তে ভুলবেন না। পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবেন।

২। পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন এবং পরে উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

৩। ৩য় ভাগের বিষয়গুলি আরেকবার দেখে নিয়ে ৩য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট সম্পূর্ণ করুন।

মূল শব্দাবলী

খসড়া	সামগ্রীক	একাগ্রনিষ্ট	বিমুতী
আবদ্ধ	স্বকীয়তা	উৎসর্গীকৃত	ভাস্কর্য্য
ত্বরান্বিত			

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

মণ্ডলীতে পরিচর্যার ফল

আমাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ফল আশা করা খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বাসী এবং মণ্ডলী সেই দিনের অপেক্ষায় আছে যেদিন তাদের প্রভু তাদের বলবেন, "বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস" (মথি ২৫:২৩)। এমনকি এই প্রাকৃতিক জগতও সেই ক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়, মানুষের পাপে পতনের ফলে সে যার দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছিল (রোমীয় ৮:২০-২১)। মণ্ডলীর পরিশ্রম বৃথা নয়। তার পরিচর্যার ফলে আশ্চর্য আশ্চর্য ফল আমরা দেখতে পাই। পরিচর্যাকারী ব্যক্তির মাধ্যমে এবং সামগ্রীকভাবে মণ্ডলীর মাধ্যমে এই ফলগুলি উৎপন্ন হয়। আসুন এর কতগুলি এখন আমরা লক্ষ্য করি।

বৃদ্ধি

লক্ষ্য ১ : পরিচর্যার ফলে বৃদ্ধির কতগুলি উপায় বর্ণনা করতে পারা।

পরিচর্যা কাজে আন্তরীকভাবে সক্রিয় মণ্ডলী একটি বৃদ্ধিশীল মণ্ডলী। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে মণ্ডলীর নিজের প্রতি পরিচর্যার একটি অংশ হল, গঠন বা নিজেকে গড়ে তোলা। এখানে আমরা আত্মিক বৃদ্ধির কথা বলছি। এটি সম্ভব হয় অংশ গ্রহণ বা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

প্রার্থনা করা শিখতে হলে প্রার্থনা করতে হবে। একজন লোক সাক্ষ্য দিতে শেখে সাক্ষ্য দেবার মাধ্যমে। মণ্ডলী যখন তার সভ্যদের পরিচর্যা কাজে অংশ গ্রহণের ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়, তখন তারা আত্মিক জীবনে বৃদ্ধি পায়। অংশগ্রহণ নির্ভরতা বা আস্থা গড়ে তোলে। ধরুন, কোন মণ্ডলীতে সাক্ষ্যদান সম্পর্কে পাঠ্যমালা শিক্ষা দেওয়া হয়। একদিন শিক্ষক বললেন, "সাক্ষ্যদান সম্পর্কে আজ আমরা যা শিখেছি তা বাইরে গিয়ে ব্যবহার করব।" এর ফলে ছাত্ররা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং বাইরে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকল। তাদের সাহস আরও বেড়ে গেল, এবং খ্রীষ্টের কাছে লোকদের আসতে দেখে তারা আরও বেশী পরিমাণে সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী হল।

যখন কোন বিশ্বাসী পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকে তখন খ্রীষ্ট তার জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন। খ্রীষ্টই তার জীবনে অর্থ ও উদ্দেশ্য দান করেন। খ্রীষ্ট যতই তার জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠেন, ততই সে নিজেকে আরো ভালভাবে বুঝতে পারে। দায়িত্বশীলতা ও স্বকীয়তায় সে সজাগ হয়ে ওঠে। তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্য গুলি সে গ্রহণ করে। খ্রীষ্টে তার সম্পূর্ণতার জন্য পরিচর্যা ও সেবার মূল্য সে বুঝতে সক্ষম হয়।

মণ্ডলী যখন পৃথিবীতে তার সাক্ষ্য প্রদানে নিয়োজিত থাকে তখন পবিত্র আত্মার কাজের উপর সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শক্তিশালী

সাক্ষ্য ও উপযুক্ত আত্মিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য দান করেন। পরিচর্যায় রত মণ্ডলী একটি গতিময়, জীবনপূর্ণ, বৃদ্ধিশীল মণ্ডলী। যখন মণ্ডলী আত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, এবং পবিত্র আত্মার শক্তির জন্য একাগ্রভাবে প্রার্থনা করে, তখন সে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ক্ষমতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। আত্মিক সহভাগিতার এক অপূর্ব পরিবেশ দেহের মধ্যে বিরাজ করে। এর ফলে পৃথিবীর প্রতি এর পরিচর্যায় আরো অনেকে সংযুক্ত হয়।

পরিচর্যাশীল মণ্ডলী সংখ্যাগত বৃদ্ধিও লাভ করে। প্রেরিতদের কার্য বিবরণীতে আমরা এর উদাহরণ দেখতে পাই ঃ

প্রেরিত ২ঃ৪১—"যারা তাঁর কথা বিশ্বাস করল তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং শিষ্যদের দলের সঙ্গে সেদিন ঈশ্বর প্রায় তিন হাজার লোককে যুক্ত করলেন।"

প্রেরিত ৪ঃ৪—"কিন্তু যারা পিতরের কথা শুনেছিল তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল; তাতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় পাঁচ হাজারে দাঁড়ল।"

প্রেরিত ৫ঃ১৪—"তাহলেও অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রভুর উপর বিশ্বাস করল এবং বিশ্বাসী দলের সঙ্গে যুক্ত হল।"

প্রেরিত পুস্তকে এই ধরনের ঘটনা আমরা ক্রমশঃই আরো ঘটতে দেখতে পাই। যতই লোকে সুসমাচার শুনলো ততই তারা আরো মণ্ডলীতে যুক্ত হতে থাকল। মণ্ডলী এখনও বেড়ে চলছে, কিন্তু এখনও অনেক লোক আছেন যারা খ্রীষ্টকে জানেন না। যতদিন না তারা সবাই সুসমাচার শুনতে পায় ততদিন মণ্ডলীর এই পরিচর্যা সম্পূর্ণ হবে না। আত্মিক জীবনে পরিপুষ্ট মণ্ডলী একটি বৃদ্ধিশীল মণ্ডলী।

পরিচর্যা বৃদ্ধি দান করে

১। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুনঃ মণ্ডলী আত্মিকভাবে ও সংখ্যাগতভাবে বেড়ে ওঠে যখন—

ক) তার একটি সুন্দর দালান ও শিক্ষিত পালক থাকে।

খ) বিশ্বাসীদের মধ্যে সহভাগিতার উপর সে গুরুত্ব প্রদান করে।

গ) ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি ও পৃথিবীর প্রতি পরিচর্যায় সে সক্রীয়ভাবে নিয়োজিত হয়।

২। পরিচর্যায় অংশগ্রহণের ফলে যে তিনভাবে আমরা বৃদ্ধি লক্ষ্য করি, সেগুলি লিখুন।

.....

.....

পরিপূর্ণতা

লক্ষ্য ২ঃ সাধারণ পরিপূর্ণতার সাথে আত্মিক পরিপূর্ণতার তুলনা করতে পারা।

পরিচর্যায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ প্রকৃত তৃপ্তি বয়ে আনে। যীশু নিজেও এই পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন—পরিচর্যা পেতে নয় কিন্তু পরিচর্যা করতে তিনি এসেছিলেন—তাঁর এই জ্ঞান থেকে। তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করবার মধ্যেই তিনি পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশ্বাসী যখন পরিচর্যায় নিয়োজিত হয়, তখন তার নিজের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। আর এটিই তাকে পরিপূর্ণতা বা পরিতৃপ্তির মনোভাব দান করে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাদের একাগ্রনিষ্ঠ ও উৎসর্গীকৃত মনোভাবের কারণেই বিশেষ কোন অবদান রেখে যেতে পেরেছেন। কবি তার কবিতাকেই অন্য সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

শিল্পি তার শিল্পের জন্য, অথবা চিত্রকর তার ছবির জন্যই নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দেয়। আর সে জন্যই আমরা দেখতে পাই, সেই শিল্পির গড়া মূর্তি অথবা চিত্রকরের আঁকা ছবি যেন জীবন্ত রূপ লাভ করে। তাদের এই বিমূর্ত কারুকাজ যখন সবাইকে আনন্দ দেয় ও পরিতৃপ্ত করে তখনই তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এটি একটি সাধারণ বা অস্থায়ী পরিপূর্ণতা, যা ক্রমশই বিলীন হয়ে যায়। একটি মহান ভাস্কর্য বা শিল্প যুগ যুগ ধরে অনেক মানুষের প্রশংসা লাভ করলেও, চিরকাল তা টিকে থাকে না।

একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরের জন্য তার পরিচর্যার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার যে অভিজ্ঞতা বা পরিতৃপ্তি লাভ করে, তার মূল্য অসীম। অনন্তকালের আলোকে তাকে বিচার করা হবে। খ্রীষ্টের জন্য জয় করা একটি আত্মা চিরকাল টিকে থাকবে। মানুষের গভীরতম প্রয়োজন ও উন্নততম আদর্শ একমাত্র আত্মিক উপায়েই লাভ করা সম্ভব। ২ করিন্থীয় ৪ঃ১৮ পদে লেখা আছে, "যা দেখা যায় আমরা তার দিকে দেখছি না, বরং যা দেখা যায় না তার দিকেই দেখছি। যা দেখা যা তা মাত্র অল্প দিনের, কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরদিনের।" আত্মিক পরিপূর্ণতা হল পরিচর্যার অনন্তকালীন ফসল। প্রেরিত পৌল তার পরিচর্যাকাজের শেষে এসে পরিপূর্ণতার এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ২ তীমথিয় ৪ঃ৭-৮ পদে আমরা তার এই কথাগুলি দেখতে পাই ঃ

> খ্রীষ্টের পক্ষে আমি রণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসকে ধরে রেখেছি। তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে। বিচার-দিনে ন্যায়বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরস্কার দেবেন। তবে যে কেবল আমাকেই দেবেন তা নয়, যারা তাঁর ফিরে আসবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করছে তাদের সবাইকেই দেবেন।

.....যারা আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে.....

৩। খ্রীষ্টিয়ান তার সর্বাপেক্ষা মহান পরিপূর্ণতা কিভাবে লাভ করে ?

ক) মণ্ডলীতে প্রাণপণে কাজ করে অন্যদের প্রশংসা অর্জনের মাধ্যমে।

খ) কাউকে খ্রীষ্টের কাছে আনার মাধ্যমে।

গ) এই পৃথিবীতে মূল্যবান কোন অবদানের মাধ্যমে।

৪। সাধারণ পরিপূর্ণতার সাথে আত্মিক পরিপূর্ণতার তুলনা করুন। এদের মধ্যে কোনটি বেশী সম্পূর্ণ এবং কেন, তা ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

আনন্দ

লক্ষ্য ৩ ঃ আত্মাদেরকে জয় করবার আনন্দের বিষয় যে পদগুলি বর্ণনা করে, সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারা।

যীশুর সেবার মধ্যে প্রচুর আনন্দ রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে আনন্দ হল আত্মার একটি ফল। খ্রীষ্টিয়ানদের আনন্দ করবার অনেক কারণ রয়েছে।

প্রথমতঃ তারা উদ্ধার লাভ করেছে। তাদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছে, এবং তারা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও খ্রীষ্টিয়ানরা প্রভুতে যখন তাদের পরিশ্রমের ফল দেখতে পায় তখন তারা আনন্দ করে। আপনি কি কাউকে প্রভুর কাছে এনেছেন। যদি এনে থাকেন, তাহলে সেই সময়ের আনন্দের কথা কি এখন স্মরণ করতে পারেন? বাইবেল বলে, একজন পাপী মন ফিরালে স্বর্গের দুতরাও আনন্দ করে (লূক ১৫ঃ১০)।

আত্মাদের জয় করাকে যীশু ফসল সংগ্রহের সাথে তুলনা করেছেন। আসুন এ সময় আমরা ফসল ও তার পরিণাম সম্পর্কে কতগুলি পদ লক্ষ্য করি।

৫। যোহন ৪ঃ৩৫-৩৮ পদ পড়ুন, এবং নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) "যে বীজ বোনে" কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

.....

খ) "যে ফসল কাটে" কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

.....

গ) ৩৬ পদের অর্থ কি?

.....

ঘ) ৩৭ এবং ৩৮ পদের অর্থ কি?

.....

কোন কোন সময় আমাদের পরিচর্যা কাজ আত্মাদের জয় করার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত মনে নাও হতে পারে। আমাদের পরিত্রাণের ফল আমরা না দেখতে পারি। কিন্তু যখন প্রভু আমাদের কোন স্থানে রাখেন, তখন সেখানে অন্যদের সাথে খ্রীষ্টের জন্য

জগতকে জয় করবার কাজ করতে করতে তাঁর প্রশংসা, তাঁর আনন্দ গান আমরা করতে পারি। একজন মিশনারী দূরবর্তি কোন দেশে গিয়ে সেখানে অনেককে খ্রীস্টের জন্য জয় করতে পারেন, কিন্তু যে খ্রীস্টিয়ানরা তাকে সেখানে যাওয়ার জন্য টাকা যুগিয়েছেন, এবং যারা তার জন্য প্রার্থনা করেছেন, তারাও তার ফসলের পুরস্কারের সহভাগী হতে ও আনন্দ করতে পারবে।

গীত ১২৬ঃ৫-৬ পদকে কোন কোন সময় "ফসলের আইন" বলে উল্লেখ করা হয়। আমরা যদি বীজ বুনি তাহলে আমরা ফসল পাব, এবং আমরা আনন্দ করব।

যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দ গানসহ শস্য কাটিবে। যে ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে বপনীয় বীজ লইয়া বাহিরে যায়, সে আনন্দ গানসহ আপন আটি লইয়া আসিবেই আসিবে (গীত ১২৬ঃ৫-৬)।

আমরা এক সাথে আনন্দ গান করি

৬। ১ করিন্থীয় ৩ঃ৫-৯ পদ পড়ুন। আমরা যখন অনেকের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন লোককে খ্রীস্টের কাছে আসতে দেখি তখন আমরা কেন এক সাথে আনন্দ করতে পারি? এ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রাংশে কি উল্লেখ করা হয়েছে?

....

....

পৃথিবীতে পরিচর্যার ফল

রোমীয় ১৬ঃ২৬ পদে আমরা দেখতে পাই সুসমাচার বা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়, "অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মত নবীদের লেখার মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো হয়েছে, যেন তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে"।

আরো ভাল একটি পৃথিবীর জন্য মানুষের আশার পরিপূর্ণতা হল খ্রীষ্টের সুসমাচার। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ ন্যায় বিচার ধার্মিকতার শাসনের জন্য অপেক্ষা করে আসছে। জগতের জন্য আদর্শস্বরূপ হবার জন্য ঈশ্বর একটি জাতি সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাঁর এই মনোনীত জাতী, ইস্রায়েলীয়রা, তাঁর নীতি আদর্শের মান রক্ষা করতে পারল না। এখনও মানুষ একটি নতুন যুগ, শান্তির যুগ-এর স্বপ্ন দেখে।

ভাববাদীরা সেই নতুন যুগের নতুন অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। নীচের শাস্ত্রাংশগুলিতে তাদের ভাববাণীগুলি পড়ুন ঃ যিশাইয় ৫২ঃ৭; যিশাইয় ২ঃ২-৩; যিশাইয় ১১ঃ২-৫; গীত ৭২ঃ১২-১৪; যিশাইয় ৬৬ঃ১২-১৪, ২৩; যিশাইয় ৬২ঃ১২ পদ। "সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে" (যিশাইয় ১১ঃ৯)।

যীশু ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করতে এসেছিলেন। নতুন যুগ ও নতুন অবস্থা আনবার জন্য ঈশ্বর তাকেই অভিষিক্ত করেছিলেন (লূক ৪ঃ১৮-২১)। সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি উদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর দ্বারা মানুষকে তার আসল গৌরবময় অবস্থায় ফিরে যাবার উপায় সৃষ্টি করেছেন। খ্রীষ্টের মৃত্যুকে গ্রহণ করবার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের সাথে তার পূর্বেকার সহভাগিতা লাভ করতে পারে। মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা পৃথিবীর মানুষকে প্রত্যাশা দান করে। মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের কি ফল আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই? সুসমাচার প্রচার কিভাবে

পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে ? পৃথিবীতে আমাদের পরিচর্যার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এখন আমরা লক্ষ্য করব।

জীবন পরিবর্তন

লক্ষ্য ৪। খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা জীবন পরিবর্তনের উদাহরণ শাস্ত্র থেকে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারা।

যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বের সাথে যখন মণ্ডলীর দায়িত্ব সংযুক্ত হয়, তখন অবিশ্বাসী জগতে পরিবর্তন হয়। সুসমাচার প্রচারের সাথে সাথে লোকে তাতে সাড়া প্রদান করে, এবং এর ফলে ঈশ্বরের রাজ্যে নতুন নতুন শিষ্য সংযুক্ত হয়।

পরিত্রাণে অলৌকিক কাজ ও তার জীবন পরিবর্তনকারী ক্ষমতা কে বর্ণনা করতে পারে ? যোহন ১ অধ্যায়ে আমরা সেই অন্ধ লোকের কাহিনী দেখতে পাই যাকে যীশু মুহূর্তের মধ্যে সুস্থ্য করেছিলেন। লোকটি জন্ম থেকে অন্ধ ছিল। ফরিশীরা যারা যীশুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তারা আরোগ্য ও যীশুর বিষয়ে লোকটিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে, সে উত্তর দিয়েছিল : "তিনি পাপী কি না, তা আমি জানি না ; তবে একটা বিষয় জানি যে, আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি" (যোহন ৯ঃ২৫)। লোকটি জানতো না কিভাবে এটি ঘটেছে, কিন্তু এটি যে ঘটেছে শুধুমাত্র তাই সে জানতো।

প্রেরিত ৯ অধ্যায়ে আমরা আরেকটি অলৌকিক পরিবর্তনের বিষয় লক্ষ্য করি। শৌল নামে একজন লোক খ্রীষ্টিয়ানদের মারবার জন্য দামেস্কে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আকাশে বিদুৎ চমকের মত আলো জ্বলে উঠল, এবং শৌল মাটিতে পড়ে গেলেন। সেই মুহূর্তে তিনি যীশুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, এবং তার জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি পরে প্রেরিত পৌল বলে পরিচিত হলেন, তিনি প্রথম মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় সুসমাচার প্রচারক বা মিশনারী ছিলেন।

৭। ২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭-১৮ পদ পড়ুন।

ক) যখন কেউ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তখন প্রথমে কি ঘটে ?

.....

খ) কোন লোকের জীবনে এই পরিবর্তন হওয়ার পরে কি হয় (১৮ পদ) ?

.....

যীশুকে দেখার সাথে সাথে জীবন পরিবর্তনের এমন আরো অনেক উদাহরণ বাইবেলে আছে ঃ মথি (মথি ৯ঃ৯); চারজন জেলে (মথি ৪ঃ১৮-২২); মন্দ আত্মা বিশিষ্ট একটি লোক (লূক ৮ঃ২৬-৩৯); সক্কেয় (লূক ১৯ঃ১-১০); এবং অন্যান্যরা।

আপনি হয়ত এমন কোন লোককে জানেন, যিনি যীশুকে পাওয়ার মুহূর্ত থেকে মদ, সিগারেট, বিভিন্ন নেশা, বা অন্য কোন পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি যীশুর মুখোমুখি হন, তখনই আপনি এক নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হন। যখন তাঁর ভালবাসা আপনার হৃদয়কে পূর্ণ করে, তখন তা আপনার মনোভাব, আকাংখা ও আচরণকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

৮। চারটি সুসমাচারের মধ্যে যে কোন একটি মনোনীত করুন। যীশুকে দেখবার পর জীবন পরিবর্তন হয়েছে এমন ধরনের উদাহরণ-গুলি এর থেকে বের করুন। আপনার নোট খাতায় "সুসমাচার জীবন পরিবর্তন করে" এই শিরোনামে উদাহরণগুলি লিখুন।

৯। আপনার পরিচর্যা বা মণ্ডলীর পরিচর্যার ফলে পরিবর্তিত জীবনের কোন উদাহরণ কি আপনি লিখতে পারেন? আপনার নোট খাতায় এগুলি লিখুন।

কার্যকারী বৃদ্ধি

লক্ষ্য ৫ঃ মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের ফলে কিভাবে কার্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তা বুঝতে পারা।

মণ্ডলীর পরিচর্যার ফলে মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয়। এই জীবনগুলি সুসমাচারের শক্তির এক জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। অন্যান্য যে মানুষদের জীবনে পরিবর্তন প্রয়োজন তাদের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

এইভাবেই প্রথম মণ্ডলী বৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১২ জন শিষ্যের সাথে আরো ১০৮ জন শিষ্য (যীশুর অনুগামী) একত্রিত হয়ে যিরু-শালেমে পবিত্র আত্মার শক্তির জন্য অপেক্ষা করেছিল (প্রেরিত ১ঃ১৫)। আত্মায় পূর্ণ হওয়ার পর শিষ্যরা অন্য নতুন শিষ্যদের তৈরী করতে থাকলেন, এবং সেই নতুন শিষ্যরাও আরো নতুন শিষ্যদের খ্রীষ্টের রাজ্যে নিয়ে এলেন। সুসমাচার পরিচর্যার ভবিষ্যৎ কার্যকারী হিসাবে নতুন পালক, প্রচারক ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয় কার্যকারীদের মণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়।

মণ্ডলী যখন ঈশ্বর দত্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিশ্বস্ত হয়, তখন বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত শিষ্য হবার অনুপ্রেরণা লাভ করে, এবং মণ্ডলীতে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়।

১০। নীচের কোন বাক্যটি মণ্ডলীর পরিচর্যার কার্যকারী বৃদ্ধির সঠিক উপায় বা পথ বর্ণনা করে ?

(ক) মেষ যেমন মেষের জন্ম দেয়, তেমনি শুধুমাত্র শিষ্যরাই নতুন শিষ্যদের উৎপন্ন করতে পারে। খ্রীষ্টের দেহের সদস্যদের প্রচারের ফলে নতুন জনম প্রাপ্ত বিশ্বাসীরা অন্য নতুন শিষ্য-দের লাভ করেন।

(খ) মণ্ডলী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিচর্যায় যখন তৎপর হয়ে ওঠে, তখন সে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং তার পরিচর্যা কাজে সাহায্যের জন্য পৃথিবীর গণ্যমান্য লোকদের প্রভাবিত করতে পারে।

সমাজের উন্নতি

লক্ষ্য ৬ঃ মণ্ডলীর পরিচর্যার ফলে সমাজের উন্নতির পাঁচটি পথ লিখতে পারা।

খ্রীষ্ট যদি পৃথিবীতে না আসতেন অথবা মণ্ডলী যদি সুসমাচার প্রচারের আদেশ পালন না করত, তাহলে পৃথিবীর অবস্থা আজ কি হত ? আপনার নিজের দেশের অবস্থাই বা কি হত ? পৃথিবীর অনেক জায়গায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করে লোকদের লিখতে-পড়তে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন তাদের বাইবেল থেকে শিক্ষা দেওয়া যায়। মিশনারীরা অনেক ভাষারই লিখিত রূপ দিয়েছেন যেন বাইবেল তাদের কাছে দেওয়া যায়। প্রত্যেকে যেন বাইবেল পড়তে সে জন্য অনেক বাইবেল প্রকাশ করবার আকাংখা থেকেই প্রেস তৈরী করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন ছাপাখানা বা প্রেসের আবিষ্কারক। আমরা জানি বাংলা ভাষায় প্রেস প্রথম তৈরী করেছিলেন উইলিয়াম কেরী। পৃথিবীর নামকরা চিত্র, বই ও সংগীত সৃষ্টির পিছনে সুসমাচারের শিক্ষার যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

যীশু বলেছেন যে আমরা অন্ধকার জগতের আলো স্বরূপ (মথি ৫ঃ১৪-১৬)। সুসমাচার মুক্তি, প্রত্যাশা ও আনন্দ নিয়ে আসে। এর

ফলে মানুষ ভাল প্রতিবেশী হয়ে ওঠে, অন্যদের সাথে সৎ আচরণ করে, কার্যক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হয়, এবং সমাজের সুনাগরিক হয়ে ওঠে। এর দ্বারা পিতা মাতা সন্তানদের ভাল কাজ করতে এবং অন্যায় বা মন্দতাকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়। একজন খ্রীষ্টিয়ান ডাক্তার বা নার্স যিনি মানুষের দৈহিক এবং আত্মিক দুই ধরনের প্রয়োজনেই সাহায্য করেন, সমাজের জন্য তার মূল্য সত্যই অপরিসীম। এক-জন স্কুল শিক্ষক যিনি প্রভুকে ভাল বাসেন এবং তার জীবনের আদর্শ দ্বারা ছাত্রদেরকে প্রকৃত প্রেম শিক্ষা দেন, সমাজের জন্য তারও একই রকম গুরুত্ব রয়েছে। যেখানেই খ্রীষ্টিয়ানরা সুসমাচার প্রচার করেন, ঈশ্বরের বাক্য সেখানেই মন্দ আত্মাকে আবদ্ধ করেন।

আফ্রিকার একটি দেশের উপজাতীয় গোষ্ঠিরা পরস্পরকে খুবই ভয় করত। সুসমাচার শুনবার আগে পর্যন্ত তাই তারা রাস্তা থেকে দূরে জংগলের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক ভাবে জীবন যাপন করত। যতই এরা খ্রীষ্টের কাছে আসতে থাকল, ততই তাদের ভয় দূর হয়ে গেল, এবং সম্পূর্ণ গোষ্ঠি রাস্তার কাছে এসে বাস করতে থাকল। এই গোষ্ঠির লোকেরা অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে থাকল, এবং ক্রমশ বড় বড় মণ্ডলী সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯। সমাজের নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সুসমাচারের প্রভাব সংক্ষেপে লিখুন।

(ক) শিক্ষা : .....

(খ) শিল্পকর্ম : .....

(গ) আচরণ : .....

(ঘ) অন্যান্য : .....

১২। এ ছাড়াও সুসমাচার প্রচারের আরো অনেক উপকারিতা সমাজে আমরা লক্ষ্য করি। আপনাদের দেশে বা অঞ্চলে কি কোন উপকারিতা আপনি লক্ষ্য করেছেন ?

.....

.....

খ্রীষ্টের পুনরাগমণ

লক্ষ্য ৭ ঃ মণ্ডলীর পরিচর্যার সাথে খ্রীষ্টের পুনরাগমণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারা।

আপনি কি জানেন যে মণ্ডলীকে সংগ্রহ করতে এবং স্বর্গে তাঁর আবাসে নিয়ে যেতে খ্রীষ্ট কখন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তা নিরূপন করায় মণ্ডলীর একটি সক্রিয় অংশ রয়েছে। মথি ২৪:১৪ পদে যীশু এই বিষয় প্রকাশ করেছেন ঃ—

সমস্ত জাতীর কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য স্বর্গ রাজ্যের সুখবর সারা জগতে প্রচার করা হবে এবং তার পরেই শেষ সময় উপস্থিত হবে।

১৩। ২ পিতর ৩ঃ৩-৪ এবং ৯-১৫ পদ পড়ুন।

(ক) খ্রীষ্টের আগমনের বিলম্বের কি কারণ এখানে দেওয়া হয়েছে ?

.....

(খ) তাঁর শিঘ্র আগমনের জন্য আমাদের দায়িত্ব কি ?
(১১-১২ পদ)

.....

এখানে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে ঈশ্বর ফলের বিষয়ে আগ্রহী। কেউ ধ্বংস হয় এটা তিনি চান না। তিনি চান যেন প্রত্যেক

নর, নারী খ্রীষ্টের বিষয় শুনবার সুযোগ পায়। নীচের ফলগুলিতে তিনি সন্তুষ্ট নন ঃ

জাল ফেলে মাছ না পাওয়া (লুক ৫ঃ৪-১১)
ভোজের খালি টেবিল (লুক ১৪ঃ১৫-২৩)
শষ্য সংগ্রহ ছাড়া কেবল বোনা (মথি ১৩ঃ৩-৯)
ফলহীন ডুমুর গাছ (লুক ১৩ঃ৬-৯)
হারানো মেষ যাকে খোয়াড়ে আনা হয়নি (মথি ১৮ঃ১১-১৪)
হারান সিকি যা খুঁজে পাওয়া যায়নি (লুক ১৫ঃ৮-১০)
পাকা শষ্য যা সংগ্রহ করা হয়নি (মথি ৯ঃ৩৬-৩৮)

সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করবার দায়িত্ব আমাদের। কেবল মাত্র সুসমাচারের মধ্য দিয়েই পৃথিবী সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। খ্রীষ্ট নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে মহান ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসছে। যে নতুন সমাজ বা মণ্ডলী তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই আশ্চর্য নতুন ও মহান যুগের আগমন ত্বরান্বিত করবার কাজে তাকে সম্পূর্ণ সম্মর্পিত হতে হবে।

মণ্ডলী, নতুন সমাজ বা বিশ্বাসীদের দেহের পরিচর্যা হল ঃ যীশু খ্রীষ্টকে পৃথিবীর কাছে এমন ভাবে তুলে ধরা যেন তাঁর সমগ্র সত্ত্বা, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির প্রভু ও ত্রাণকর্তা, এবং পুনরাগমণকারী রাজা সে বিষয় ঘোষিত হয়।

১৪। মণ্ডলীর পরিচর্যার সাথে খ্রীষ্টের শীঘ্র পুনরাগমণের সম্পর্ক কি ?

....

... .

এই পাঠটি "খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পরিচর্যা" বইটির শেষ পাঠ। আমি বিশ্বাস করি যে মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে আরো তৎপর হতে এই বইটি আপনাকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি প্রার্থনা করি যেন আত্মার ফলগুলি আপনার কাজে ও জীবনে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

পরীক্ষা—১০, করবার পর ৩য় ভাগের পাঠগুলি আরেকবার দেখে নিয়ে, ৩য় ভাগের ছাত্র রিপোর্ট সম্পূর্ণ করুন।

প্রকাশিত ২২ঃ২০-২১ পদে যোহনের শেষ কথাগুলি দিয়ে ইতি টানছি ঃ

যিনি এইসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, "সত্যই, আমি শীঘ্র আসছি।" আমেন। প্রভু যীশু, এস। আমাদের প্রভু যীশুর আশীর্বাদ ঈশ্বরের সব লোকদের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

পরীক্ষা—১০

সত্য হলে 'স' ও মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

...১। একজন লোকের আত্মিক বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে পরিচর্যা কাজে তার অংশগ্রহণের উপর।

...২। একটি সক্রিয় মণ্ডলী পবিত্র আত্মার কাজের উপর নির্ভর করে।

...৩। কোন মণ্ডলীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির তার আত্মিক বৃদ্ধির কোন লক্ষণ নয়।

...৪। পরিপূর্ণতার অর্থ মূল্যবান কিছু করবার মধ্য দিয়ে প্রকৃত পরিতৃপ্তি লাভ করা।

...৫। শষ্য ক্ষেত্রের মজুরেরা—যারা রোপন করে, যারা জল দেয়, এবং যারা শষ্য সংগ্রহ করে—প্রত্যেকেই ফসলের সমান পুরস্কার লাভ করবে।

...৬। ঈশ্বরের মনোনীত লোক, ইস্রায়েলীয়রা, জগতের প্রতি উত্তম আদর্শ স্বরূপ ছিল।

...৭। একজন লোক যখন খ্রীষ্টিয়ান হয় তখন সাধারণত ধীরে ধীরে জীবন পরিবর্তিত হয়।

...৮। মণ্ডলীর বাইরে, জগতে সুসমাচার তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

...৯। খ্রীষ্টের সুখবর হল একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য মানুষের পরিপূর্ণতা।

...১০। সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচার না হওয়া পর্যন্ত খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন না।

প্রতিটি প্রশ্নের সবচেয়ে সঠিক উত্তর অথবা সম্পূর্ণকারী বাক্যটি উল্লেখ করুন।

১১। কোন লোকের খ্রীষ্টে সম্পূর্ণতা নির্ভর করে তার—

ক) যোগ্যতার উপর।

খ) সুনামের উপর।

গ) জীবনের লক্ষ্যের উপর।

ঘ) সেবা ও পরিচর্যার উপর।

১২। প্রেরিত পুস্তকে সবসময়ই দেখা গিয়েছে যে সুসমাচার প্রচারের ফলে—

ক) খ্রীষ্টিয়ানরা অত্যাচারিত হয়েছে।

খ) কিছু কিছু লোক বিশ্বাস করেছে এবং মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হয়েছে।

গ) লোকেরা নতুন শিক্ষার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে।

ঘ) যারা যারা তা শুনেছে তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছে।

১৩। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যায় ফলবান হয়ে যে লোক পরিতৃপ্তি বা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তার অভিজ্ঞতা, জগতের পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞতার চেয়ে কোন দিক দিয়ে মহান?

ক) এটি সমর্পণ ও আত্মৎসর্গের মধ্য দিয়ে লাভ করা হয়।

খ) এটি তাকে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী সম্মান প্রদান করে।

গ) এটি অনন্তকালীন মূল্যের অধিকারী।

ঘ) এটি দৃশ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে।

১৪। "ফসলের আইন" হল—

ক) যারা ভাল বীজ বপন করে তারা আনন্দের সাথে ফসল কাটবে।

খ) সব সময়ই মজুরের সংখ্যা কম থাকে।

গ) বেশীর ভাগ বীজ উৎপন্ন হবে না।

ঘ) যে বীজ বোনে সে সাধারণত ফসল দেখে না।

১৫। মণ্ডলীর কার্যকারী হওয়া, অন্যদের খ্রীষ্টের বিষয় বলা—

ক) সুসমাচারের মাধ্যমে যার জীবন পরিবর্তিত হয়েছে, তার জন্য খুবই স্বাভাবিক পরিণাম।

খ) ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত বিশেষ খ্রীষ্টিয়ানদের দায়িত্ব।

গ) শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কোন লোক অনেক দিন যাবৎ খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপন করে।

১৬। খ্রীষ্টের পুনরাগমণ এখনও ঘটেনি কারণ ঈশ্বর—

ক) পৃথিবীর আরো উন্নতির জন্য অপেক্ষা করছেন।

খ) চান যেন প্রত্যেক নর, নারী ও শিশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করবার সুযোগ পায়।

গ) আমাদের দুর্বলতার মুহূর্তে এটি করে আমাদের হতবাক করে দিতে চান।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর

৮। আপনার উত্তর। আমরা পাঠের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছি।

১। গ) ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি ও পৃথিবীর প্রতি পরিচর্যায় সে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হয়।

৯। আপনার উত্তর।

২। খ্রীষ্ট যখন আমাদের জীবনের কেন্দ্র হন তখন আত্মিক বৃদ্ধি ঘটে; যতই আমরা পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করি ততই সাহসও আরো করবার আকাংখা আমরা লাভ করি; অংশগ্রহণ আমাদের পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করায়; এর ফলে সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হয়।

১০। ক) মেষ যেমন মেষের জন্ম দেয়, তেমনি শুধুমাত্র শিষ্যরাই নতুন শিষ্যদের উৎপন্ন করতে পারে। খ্রীষ্টের দেহের সদস্য-দের প্রচারের ফলে নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা অন্য নতুন শিষ্যদের লাভ করেন।

৩। খ) কাউকে খ্রীষ্টের কাছে আনার মাধ্যমে।

১১। আপনার উত্তর। নীচে উদাহরণ স্বরূপ কতগুলি প্রভাবের বিষয় লেখা হল।

ক) মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ।

খ) সুসমাচার দ্বারা অনুপ্রাণিত মহান চিত্র, গীতি ও পুস্তক।

গ) সুসমাচার লিপিবদ্ধ করবার জন্য অনেক ভাষাকে লিখিত অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ) যারা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে তারা প্রেম, সততা, বিশ্বস্ততা, বাধ্যতার অনুসরণ করেছে। সত্যের পক্ষ সমর্থন করে তারা মন্দতাকে অবদমন করে রেখেছে।

ঙ) ছাপাখানার মত বিভিন্ন আবিষ্কার, জীবন-যাত্রার পরিবর্তন।

৪। সাধারণ পরিপূর্ণতা হল সেই পরিতৃপ্তি যা কোন কাজ ভাল-ভাবে করলে পর আমরা লাভ করি। আমাদের পরিচর্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করলে পর আমরা আত্মিক পরি-পূর্ণতা সাধারণ পরিপূর্ণতা থেকে আরো সম্পূর্ণ, কারণ এটি অনন্তকালীন। ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আত্মাদের জয় করবার সময় এটি আমরা লক্ষ্য করি।

১২। আপনার উত্তর।

৫। ক) পাপীর কাছে যে প্রথমে খ্রীষ্টের সুসমাচার বয়ে নিয়ে যায় সেই হল বীজ বপনকারী।

খ) যে লোক পাপীকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যায় সে এই ফসল সংগ্রহকারী।

গ) পাপী যখন খ্রীষ্টের কাছে জীবন সমর্পণ করে তখন দু'জনেই আনন্দ করে।

ঘ) আমরা এমন কোন লোকের কাছে সুসমাচার দিতে পারি যে পরে অন্য লোকের পরিচর্যায় খ্রীষ্টের কাছে আসে। আম-রাও অনেক লোককে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসি যারা অন্য লোকের কাছ থেকে সুসমাচার শুনেছে। কিন্তু যখন একটি আত্মাকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করা যায় তখন আমরা প্রত্যে-কেই আনন্দ করি।

১৩। ক) তিনি প্রত্যেকেই পাপ থেকে ফিরবার ও তাঁর কাছে আসবার সুযোগ দিতে চান।

খ) পবিত্র জীবন-যাপন করা, এবং তাঁর আগমনকে ত্বরান্বিত করবার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা, অর্থাৎ সুসমাচার প্রচার করা।

৬। কারণ একজন লোক যখন খ্রীষ্টের কাছে আসে তখন আমরা কেউই ব্যক্তিগতভাবে তার সম্মান দাবী করতে পারি না— শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই এটা সম্ভব করেছে। অপরিত্রাণ প্রাপ্তদের তাঁর কাছে আনবার জন্য আমরা ঈশ্বরের সহকার্য-কারী হিসেবে কাজ করি মাত্র, এবং ঈশ্বর যা করেছেন তা লক্ষ্য করে আমরা আনন্দ করি।

১৪। মণ্ডলীকে বিশ্বস্ততার সাথে মহান আদেশ সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রাণপণ কাজ করতে হবে, কারণ শুধুমাত্র এর পরই যীশু পৃথিবীতে আসতে পারেন।

৭। ক) তার পুরানো জীবন দূর হয়ে যায় এবং খ্রীষ্টে সে এক নতুন জীবন লাভ করে।

খ) পরিবর্তিত ব্যক্তি পরে অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর প্রচার করে।